তামাকজাত দ্রব্যের সুর্নিদিষ্ট কর কাঠামোর দাবীতে অনলাইন মানববন্ধন

করোনার অর্থনৈতিক ক্ষতি পোষাতে ও জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষায় ক্ষতিকর তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ করার দাবীতে অনলাইন মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা থেকে এই অনলাইন মানববন্ধন শুরু হয়। সারাদেশের শতাধিক তামাক নিয়ন্ত্রণে র্কাযরত সংগঠন ও সাধারণ মানুষ এই মানববন্ধনে ‘তামাকজাত দ্রব্যের উপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপের দাবী’ জানান।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা)’র ও এইড ফাউন্ডেশন উদ্দ্যোগে এবং দ্যা ইউনিয়নের সহযোগীতায় এই অনলাইন মানববন্ধনে বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি), টোব্যাকো কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ সেল, আশ্রয় সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, সিয়াম, সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা, মৌমাছি, সাফ, কেএনকেএস, পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (পাস), সুরঙ্গন সাংস্কৃতিক একাডেমি, গাংনী থিয়েটারসহ সারাদেশ থেকে বিভিন্ন সংগঠন অংশগ্রহন করেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এর মাধ্যমে বাংলাদেশে এই প্রথম অনলাইন মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহনকারীরা একটি সময়োপযোগী তামাক-কর ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপের জন্য “কোভিড-১৯ এর আর্থিক ক্ষতি মোকাবিলায় তামাকজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে করারোপ চাই” “তামাকজাত দ্রব্যে সুনির্দিষ্ট কর, জীবন বাচাঁবে বাড়াবে রাজস্ব”- “জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাকজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে করারোপ চাই”- এসকল শ্লোগান লেখা লিফলেট হাতে নিয়ে নিজ অবস্থান থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দাবী পোস্ট করেন।

কোভিড-১৯ এর প্রভাবে সারাদেশের সকল কাজের স্থবিরতার মধ্যেও আগামী অর্থবছরের বাজেট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। তামাক বিরোধী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্তে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণের কাজের অগ্রগতি বৃদ্ধি করতে এই অনলাইন মানববন্ধন।

এনবিআর প্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থে তামাকজাত দ্রব্যে সুনির্দিষ্ট করারোপের কথা বলা হয়েছে।

তামাক জাত দ্রব্যের ওপর সুনিদিষ্ট কর আরোপ হলে প্রায় ২০ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক ধূমপায়ী ধূমপান ত্যাগে উৎসাহিত হবে। সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট বাবদ চলতি অর্থবছরে চেয়ে ৪ হাজার ১০০ কোটি থেকে ৯ হাজার ৮০০ কোটি টাকা পর্যন্ত বেশি রাজস্ব আয় হবে। যার হার বিড়ি ও সিগারেট থেকে প্রাপ্ত বর্তমান রাজস্বের চেয়ে অন্তত ১৪% বেশি।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী সংগঠনগুলোর দাবী করোনার অর্থনৈতিক ক্ষতি পোষাতে ও জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষায় ক্ষতিকর তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ করা হোক। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা), এইড ফাউন্ডেশনসহ তামাক বিরোধী বিভিন্ন সংগঠনের শতাধিক নেতৃবৃন্দ এ মানববন্ধনে অংশ নেন।

মেহেরপুরের রাধাকান্তপুরে যুব সমাজের উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামে যুব সমাজের পক্ষ থেকে অসহায় কর্মহীন পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টার দিকে প্রায় ৫০ পরিবারকে এই খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

করোনার সংকটময় পরিস্থিতি এবং পবিত্র ঈদুল ফিতর কে সামনে রেখে খাদ্য বিতরণ অব্যাহত থাকবে বলে জানান যুব সমাজের সদস্যরা।

এ সময় বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় সবাইকে যার যার অবস্থান থেকে গরীব, দুস্থ, অসহায়, কর্মহীন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহবান জানান যুব সমাজ।

খাদ্য বিতরণে সহযোগিত করেন সুজন, সেন্টু, শামীম, জাহিদ, জহিরুল,

এরশাদ, কাবিদুল, রাহুল, আনিস, তাছিকুল প্রমুখ।

কার্পাসডাঙ্গায় ইসলামি ব্যাংকের ত্রাণ বিতরণ

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গায় করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের মাঝে কার্পাসডাঙ্গা শাখার ইসলামি ব্যাংক (এজেন্ট ব্যাংক) সুষ্ঠুভাবে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছে।

গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১২ টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা বাজারে ব্যাংক প্রাঙ্গণে এলাকার হতদরিদ্রের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে। এলাকা সমূহে খেটে খাওয়া, গরিব-দুঃখী এবং কর্মহীন মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করে। খাদ্য সামগ্রী করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রতিরোধমূলক সকল নির্দেশনা ও দূরত্ব বজায় রেখে এমএম ফিলিং স্টেশনের ম্যানেজার তুহিন আক্তার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মহীনদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, করোনা ভাইরাসের কারণে সংকটময় মুহূর্তে খেটে খাওয়া, গরিব-দুঃখী এবং কর্মহীন মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করে সকলের এগিয়ে আসা উচিত। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সকলের সচেতন হতে হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, ব্যাংক শাখার ম্যানেজার মোঃ খলিলুর রহমান, হাবিবুর রহমান, শফিক উদ্দিন মানিক, আলি আকবার, মোহাম্মদ আলী সোহাগ।

কুষ্টিয়ায় বড় বোনকে ধর্ষণ চেষ্টা: ছোট বোনকে অপহরণ

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ঘরবাড়ি ভাংচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। পরে বাড়ির মহিলাকে বেধড়ক পিটিয়ে তার বড় মেয়েকে ধর্ষণের চেষ্টা ও ছোট মেয়েকে অপহরণ করার অভিযোগ উঠেছে। তবে কুমারখালী থানার ওসি মজিবুর রহমানের তাৎক্ষণিক তৎপরতায় ঘটনায় জড়িত সন্দেহে তিনজনকে আটক করা হয়।

সোমবার (১১মে) রাত সাড়ে ৯ টার দিকে কুমারখালীর চাপড়া ইউনিয়নের পাহাড়পুরে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ৩০ মার্চ পাহাড়পুরে ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে দু’গ্রুপের সংঘর্ষে মৃত চাঁদ আলীর ছেলে নেহেদ আলী (৬০) ও বকুল আলী (৫৫) নামে আপন দুই সহোদর খুন হন। সেই জোড়া খুনকে কেন্দ্র করে এলাকায় লুটপাট ভাংচুর ও উত্তেজনা চলে আসছিল।

এ ঘটনার জেরে সোমবার রাতে এক পক্ষের তথ্য অন্যপক্ষের নিকট আদান-প্রদান করা সন্দেহে ছাদ ব্যাপারী সমর্থিত ৩০/৪০ জন রবিউলের বাড়িতে আকস্মিক হামলা চালিয়ে তার স্ত্রী বিউটিকে মারপিট করে ফ্রিজ, টিভিসহ অন্যান্য মালামাল লুটপাট করে।

এ সময় তার বড় মেয়েকে বাঁশবাগানে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে এবং ছোট মেয়েকে অপহরণ করে ছাদ ব্যাপারীর বাড়িতে লুকিয়ে রাখে।

এ ব্যাপারে কুমারখালী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মজিবুর রহমান বলেন, রবিউলের বাড়িতে ছাদ ব্যাপারীর সমর্থিত ৩০/৪০ জন হামলা চালিয়ে তার স্ত্রীকে পিটিয়ে আহত করে লুটপাট ও ভাংচুর করে। এ সময় রবিউলের বড় মেয়েকে ধর্ষণের চেষ্টা করে এবং ছোট মেয়েকে অপহরণ করলে আমরা তাৎক্ষণিক উদ্ধার করি।

তিনি আরও বলেন, ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ৩ জনকে আটক করা হয়েছে। মামলার প্রস্তুতি চলছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

উত্তোলন করে কাদাযুক্ত রাস্তায় বালি ফেলে রাস্তা মেরামত করা হয়।

এ কাজের সাথে আরো সহযোগিতায় ছিলেন, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের গ্রামউন্নয়ন দলের সদস্য বৃন্দরা।

এ বিষয়ে গ্রাম উন্নয়ন দলের সভাপতি ফজলুল হক জানান, দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে ইয়ূথ লিডারদের এমন চিন্তাধারা অবশ্যই প্রশংসানীয়। সেই গ্রাম উন্নয়ন টিমের সদস্যদের ধন্যবাদ তারাও ইয়থদের সাথে একাত্তাপোষন করে এমন মহান উদ্দ্যেগ গ্রহন করার জন্য।

এ বিষয়ে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের ইউনিয়ন সমন্বয়কারী বাশারুল ইসলাম জানান, ইয়ূথ এবং গ্রাম উন্নয়নের সদস্যরা কয়েক দিন ধরেই মানুষের দারে দারে গিয়ে টাকা উত্তোলন করে কাদাযুক্ত রাস্তায় বালি ফেলে যাতাযাত উপযোগী করে তুলেছে। তাদের কাছে কৃতজ্ঞ আমরা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট পরিবার।

ইয়ূথ এর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মামুন মিয়া নাছিম আলী আসমত, শাহারুল ইসলাম প্রমুখ।

মেহেরপুরে ঢিলেঢালা সুরক্ষা ব্যবস্থাই চলছে ঈদ কেনাকাটা

দেশে করোনা রোগী সনাক্তের সংখ্যা যখন রেকর্ড ছাড়াচ্ছে ঠিক তখনই খুলে দেওয়া হলো দোকান-পাট শপিংমল। দির্ঘ দেড়মাস বন্ধ রাখার পর স্বাস্থ্যবিধি মেনে সিমিত আকারে সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত দোকান-পাট, শপিংমল ও অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলার অনুমতি দিয়েছে সরকার। কিন্তু নিতান্তই অনিরাপদ সুরক্ষা ব্যবস্থা ও ঢিলেঢালা প্রশাসনিক তদারকিতে চলছে বেচাকেনা।

ইতি মধ্যে মেহেরপুরের সব কয়টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া হয়েছে। গুটি কয়েক দোকান মালিক নাম মাত্র সুরক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখলেও অধিকাংশ দোকান-পাট ও শপিংমলে স্বাথ্যবিধি মেনে চলার কোন বালাই নেই। বিকাল ৪ টার পর জেলা পুলিশের একটি দল দোকান-পাট

বন্ধের অভিযান চালালেও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কোন প্রশাসনিক কর্মকান্ড দেখা যায়নি।

কসমেটিক, পোশাক, পাদুকা, মোবাইল ইত্যাদি দোকান ও শপিংমলে ক্রেতারা বেশি ভিড় জমাচ্ছে। আসন্ন ঈদ-উল ফিতর কে সামনে রেখে অনেক জীবনের ঝুকি নিয়েই ক্রেতারা ছুটছে বিপনীবিতান গুলোতে।

মেহেপুর শহরের কোর্টমোড় থেকে শুরু করে কাথুরী বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত বিভিন্ন দোকান-পাট ও শপিংমল ঘরে দেখা যায় একই চিত্র। কোন কোন পোশাকের দোকানে বিক্রেতাদেরও স্বাস্থ্য সুরক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই।

বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান দিপু ও হোটেল বাজার ব্যবসা সমিতির সাধারণ সম্পাদক জাহিদ ইকবাল শিমন বলেন, আমরা সরকারি নির্দেশনা মত ব্যবসায়ীক কর্যক্রম চালিয়ে যচ্ছি। কিন্তু দির্ঘ সময় বন্ধ থাকার কারনে ক্রেতাদের ভিড় বেশি হচ্ছে। সেক্ষেত্রে সামাজিক দুরুত্ব নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ছে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান বলেন, প্রতিটি মর্কেটেই ক্রেতাদের প্রচুর ভিড়। আমরা হ্যান্ড মাইক দিয়ে প্রত্যেককে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কেনা কাটার পরামর্শ দিচ্ছি। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মার্কেট গুলোকে বন্ধ করার বিষয়েও তদারতি করছি।

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলম বলেন, আমরা মেহেরপুর সদরের ব্যবসায়ী নেতাদের সাথে মিটিং করেছি। সরকারি নির্দেশনা মতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যবসায়ী কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই সাথে পুলিশ প্রশাসনের মাধ্যমে বিষয়টি তদারকি করা হচ্ছে।

হুমকি-ধামকি দিয়ে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের ক ইউনিটের সভাপতি

এছাড়াও ভুক্তভোগী অনেকেই আছেন যারা আজগর গ্রুপের সদস্যদের ভয়ে মুখ খোলে না। এলাকায় আধিপাত্য বিস্তার ও ত্রাসসৃষ্টির জন্য অস্ত্রধারী বাহিনীকে কাজে লাগায় আজগর।

ধানখোলা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান মোবাইল ফোনে জানান, আজগরের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলতে চাইনা না। যদি কেউ কিছু বলে তাহলে আর জান থাকবে না। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ এলাকাবাসি। ক্ষমতার দাপটে এলাকায় সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক চলাফেরা করা মুশকিল।

এ বিষয়ে আলী আজগর বলেন, আমার বিরুদ্ধে সব অভিযোগ মিথ্যা। ষড়যন্ত্র করে আমার বিরুদ্ধে নানা রকম অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।

গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা বলেন, আমি আজগরের অপকর্মের কথা শুনেছি। আমাদের কাছে এখনো কেউ লিখিত অভিযোগ করিনি। অভিযোগ পেলে আমরা তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেবো।

চুয়াডাঙ্গায় ভাঙ্গা পরিবার জুড়া লাগালেন সদর থানার ওসি

চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন গাইঘাটা গ্রামের মাসুদ রানার ভাঙ্গা পরিবার জুড়া লাগিয়ে দিলেন ওসি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান।

তাদের শিশু সন্তান তাসনিম (০৫) আর্তচিৎকার করে বলে আমি বাবা মা দু’জনকেই চাই”। বিগত সাত বছর আগে গাইঘাটা গ্রামের আবু তাহেরের ছেলে মোঃ মাসুদ রানা(১৯) এবং একই এলাকার মিম আক্তার(১৮) এর বিয়ে হয়। তাদের বিয়ের বছরে বর কনের বয়স ছিল ১২/১৩ বছর অর্থাৎ বাল্যবিবাহ। তখন এলাকার সচেতন কিছু ব্যক্তি তাদের এই বিয়ের বিষয়ে অভিভাবকদের নিষেধ করেছিল। কিন্তু কে শোনে কার কথা। যাইহোক বিয়ে হয়েছে। তাদের দাম্পত্য জীবনে একটি কন্যা সন্তান তাসনিম(০৫) এর জন্ম হয়।

তাসনিমের চোখের সামনেই বাবা-মার ক্রমাগত ঝগড়াঝাঁটি মারামারি ঘটে

চলেছে। এককথায় একটি অসুস্থ পরিবার যেমনটি হওয়ার কথা ঠিক তেমনটিই। এরপর এই দম্পতি সিদ্ধান্ত নেয় তারা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে অর্থাৎ তালাক নিয়ে নেবে।

পারিবারিক এ অস্থিরতা নিয়ে আমার নিকট অভিযোগ হলে, এসআই ভবতোষ এর মাধ্যমে এই পরিবারের সাথে জড়িত সকল অভিভাবককে থানায় ডেকে নিয়ে এসে পরিবারের সবার সাথে আলোচনা করেন চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান, এক পর্যায়ে ছোট্ট মেয়ে শিশু তাসনিম কে জিজ্ঞাসা করলে সে তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে জানায় সে বাবা-মা দু’জনকেই চাই অর্থাৎ সে চায় না কেউ কারো থেকে আলাদা থাক। আমাদের আলোচনা ও অবশেষে মেয়েটির আর্তনাদ এর কাছে বাবা-মার অভাব-অভিযোগ, মান -অভিমান ভেঙে যায়। তারা পুনরায় ঘর করবার সিদ্ধান্ত নেয়।

ওসি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান উভয় পরিবারের অভিভাবকদের সাথে কথা বলেন এবং তারা যাতে ভবিষ্যতে ভালোমতো বসবাস করতে পারে সে ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্য বললেন। ওসি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান তাদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার জন্য বেশ কিছু শর্ত আরোপ করে দেন। তারা উভয়েই মেনে নেয় এবং ভবিষ্যতে আর কোনো ধরনের গন্ডগোল, মারামারি, ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে না মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়।

গল্পটা এজন্য বলা হলো যে, এটি আসলে বাল্যবিবাহের প্রতিফল হিসেবে একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত। এই দম্পতির বর্তমান যে বয়স এটিই আসলে তাদের বিয়ের বয়স যা আরও সাত বছর আগে সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে সমাজ থেকে, পরিবার থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাল্যবিবাহ কখনো সমাজে সুস্থ কোন পরিবার তৈরি করে না বা করতে পারে না।

বাল্যবিবাহ একজন শিশুর শারীরিক-মানসিক ও আর্থসামাজিক বিকাশ সাধনের অন্যতম অন্তরায়। তাসনিমের চেহারা দেখলে খুব সহজেই বোঝা যায় যে, শিশুটি পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। এটিও বাল্যবিবাহের সরাসরি কুফল। আসুন, সম্মানিত চুয়াডাঙ্গা বাসী, আমরা আমাদের সন্তানদের, আমাদের পরিবারের সদস্যদের, আমাদের এলাকার মানুষ কে বাল্যবিবাহের কুফল কতটা ভয়ানক হতে পারে সে বিষয়ে সচেতন করে তুলি।

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার “মশা” নিধন কর্মসূচি “

করোনা ভাইরাসের প্রতিরোধের পাশাপাশি চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার উদ্যোগে ৩ নং ওয়ার্ডের “মশা” নিধন কর্মসূচি ” কাজে অংশ গ্রহণ করেন চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার মেয়র মোঃ ওবায়দুর রহমান চৌধুরী জিপু।

গতকাল সোমবার করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ করতে বিভিন্ন সংগঠনের সহায়তায় ও মানুষ কে করোনা হাত থেকে বাঁচতে নানান ভাবে দিকনির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন। এবং অসহায় মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণের পাশা পাশি ডেঙ্গু মশা” নিধনের কাজ করে যাচ্ছেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, আব্দুল হালিম ভুলন, পৌর ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি জাহাঙ্গীর, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সদস্য গাজী এমদাদুল হক সজল, ৩নং ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগ টোকন বিশ্বাস সাধারণ সম্পাদক, স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা ইমরান, ৩নং ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সেলিম, ১নং ওয়ার্ড ছাত্রলীগ সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ শাওন, ছাত্রলীগ নেতা সুরুজ আহমেদ, সাগর সহ স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও ছাত্রলীগের আরও অনেকে।